|  |
| --- |
| **জননিরাপত্তা বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গঠনের অভিলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অভিপ্রায়ে দেশের সার্বিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার উপর সরকার সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে জননিরাপত্তা বিভাগ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা ও নাগরিক অধিকার, সীমান্ত ও সমুদ্র সুরক্ষা, সীমান্তবর্তী এলাকার অপরাধ ও চোরাচালান দমন, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় নাগরিক সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, জুয়া, অনৈতিক অপরাধ, হত্যা, ধর্ষণ ও খুনসহ সকল সামাজিক অপরাধ দমনে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। বিগত ১০ বছরে জননিরাপত্তা বিভাগের বাজেট বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমতা এবং আইনগত অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। এ অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে শক্তিশালী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গঠনের প্রয়াসে জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা:** বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের চেতনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা চিহ্নিতকরনের মূল ভিত্তি সংবিধান, যা রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার ও সমান অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করেছে। একই সাথে আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সকল নাগরিকের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু প্রথাগত রীতিনীতির কারণে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর সমভাবে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করছে। জননিরাপত্তা বিভাগ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ করে নারী সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং সীমান্তে নারী পাচার রোধ- এ বিভাগের অন্যতম কাজ বলে বিবেচিত হচ্ছে। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নারী ও শিশু হত্যা মামলা স্থানান্তরে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নৃশংসভাবে নারী ও শিশু হত্যাকান্ডের মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন ২০০২ এর ৬ ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরকরণ করা হয়। নারী ও শিশু ইভটিজার যে কোন ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বিচার করার জন্য মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর তফসিলে দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা সংযোজন করা হয়েছে।

**3.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ:** টেকসই উন্নয়ন (SDG) নিশ্চিতকরণ ও যথাযথ জননিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে একটি আধুনিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা এ বিভাগের প্রধান কৌশলগত পরিকল্পনা। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে অধিক হারে নারীর কর্মসংস্থান হবে এবং তাদের অর্থ উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। ফলে নারীরা অধিকতর সচেতন হবে এবং সমাজে তাদের ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে। চোরাচালান ও মাদক পাচারে কৌশলগতভাবে নারী ও শিশুদের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। চোরাচালান, মাদক, নারী ও শিশু পাচার রোধ হলে সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। জাতিসংঘ শান্তি মিশনে মহিলা পুলিশ সদস্যদের দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা সৃষ্টি হবে। এর ফলে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

নারীদের অধিকার সংরক্ষণে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইভটিজিং অপরাধ প্রতিরোধের জন্য সকল পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধিসহ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণকে ব্যবস্থা গ্রহণ ও মনিটর করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।পুরুষ সদস্যদের পাশাপাশি জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যথা-বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কর্মরত সকল নারী সদস্যগণকে ১০০% রেশনের আওতায় আনা হয়েছে এবং এ সকল বাহিনীতে কর্মরত নারী সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মত মূল বেতনের ৩০% হারে ঝুঁকি ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল বাহিনীতে নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির হার প্রতিবছরেই আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নারী উন্নয়ন সংক্রান্তে “জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১” এর আলোকে পুলিশ স্টেশনসমূহ নারী বান্ধব করার জন্য সকল পুলিশ স্টেশনসমূহে পর্যায়ক্রমে নারী পুলিশ পদায়ন করা হচ্ছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বন্ধ ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকে শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় নারী ও শিশু পাচাররোধ কার্যক্রম জোরদার করার ফলে পূর্বের তুলনায় নারী ও শিশু পাচারের হার উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া খেলাধুলায়ও মহিলা সৈনিকগণ বিশেষ অবদান রাখছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব:** ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু আছে। সেন্টারগুলো নারীর সামাজিক, পারিবারিক ও জীবনকে সুরক্ষা প্রদানে সহায়ক ভূমিকা পালিন করে। নারী ও শিশু পাচার রোধ, নারী নির্যাতন রোধ, নারীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ভীত সৃষ্টি করা, আইনী সহায়তা ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা এবং ভিকটিমদের পুনর্বাসন এ সেন্টার থেকে করা হয়ে থাকে। থানায় মহিলা ও শিশুদের অভিযোগ আলাদাভাবে করার জন্য Women Help Desk স্থাপন করা হয়েছে। এখানে নারীর অভিয়োগের বিষয়টি আলাদাভাবে রেকর্ড করা হয়। জননিরাপত্তা বিভাগের নিজস্ব প্রকল্পউইমেন/চাইন্ড প্রটেকশন ও মনিটরিং প্রকল্পের মাধ্যমে তদন্ত কর্মকর্তাদের নারীর প্রতি আচরণ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বাংলাদেশ পুলিশের ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার ক্রাইম ডিভিশনের অধীন একটি ইউনিট অন্যান্য অপরাধের সাথে নারী ও শিশু পর্ণগ্রাফি, সহিংস ঘটনার মনিটরিং ও তথ্য উপাত্ত অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রসিকিউশনে সরবরাহ এবং স্যোশাল মিডিয়া মনিটরিং করে। নারী ও শিশু পাচার রোধে সীমান্তে কাঁটাতার ও ডিজিটাল সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন এবং বর্ডার আউট পোস্ট (বিওপি) ও বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট (বিএসপি) এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

**5.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**5.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ:** আইন-শৃঙ্খলা ও মানবাধিকার রক্ষায় বিভাগটি হতে প্রতিনিয়ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ সকল কার্যক্রমের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নে নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ও বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। নারী নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রেও জননিরাপত্তা বিভাগ হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কিছু জেলায় নারী পুলিশ সুপার ও কিছু থানায় নারী ওসি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ে নতুন নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে।

জননিরাপত্তা বিভাগে কর্মরত মোট ১৫৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর মধ্যে ২৬জন নারী কর্মরত রয়েছেন যা শতকরা হিসেবে ১৬.৪৫%। বাংলাদেশ পুলিশে কর্মরত নারী সদস্য ১৫,৭৬০ জন (তন্মধ্যে পুলিশ-১৫,১৭৩ এবং নন-পুলিশ-৫৮৭ জন) যা মোট জনবলের ৭.৩৯%। বাংলাদেশ পুলিশে একটি পূর্ণাঙ্গ নারী ইউনিট (১১ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন) গঠিত হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে কনস্টেবল পদে দুই পর্যায়ে সম্ভাব্য ৬,৬৩৩ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হবে। তন্মধ্যে সম্ভাব্য ৯৯০ জন নারী কনস্টেবলকে নিয়োগ প্রদান করা যাবে যা মোট নিয়োগকৃত জনবলের ১৫%। ২০২১-২২ অর্থবছরে বহিরাগত ক্যাডেট এসআই (নিরস্ত্র) পদে বাছাইকৃত ৭০০ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হবে। তন্মধ্যে নারী এসআই (নিরস্ত্র) ১০১ জন যা মোট নিয়োগের ১৪.৫০%। এ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ১৭টি (রোটেশন) ও ২টি (কন্টিনজেন্ট) নারী ইউনিট এবং ১,৭৬৫ জন নারী সদস্য প্রেরণ করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য ইতিমধ্যে বিজিবিতে ১০৯৪ (এক হাজার চুরানব্বই) জন মহিলা সৈনিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় ১৯ (উনিশ)টি আইসিপিতে মহিলা সৈনিকগণ দায়িত্ব পালন করছে এবং এর পাশাপাশি তারা গার্ড পুলিশ, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক হিসেবে এবং দাপ্তরিক কার্যে নিয়োজিত রয়েছে।

**5.2 বিভাগের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা:**

 (কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**6.১ নারী উন্নয়নে বিগত বছরসমূহের সুপারিশকৃত কার্যাবলীর অগ্রগতি:**

| **ক্র. নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| 1 | জননিরাত্তা বিভাগের অধিনস্থ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোতে নারী কর্মকর্তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের ব্যবস্থা | বিভিন্ন আদেশের মাধ্যমে নারী কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হচ্ছে |
| 2 | সচিবালয়ের অভ্যন্তরে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মানসম্মত ফুড কোর্টের ব্যবস্থা করা | আলোচনার মাধ্যমে ফুড কোর্ট স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে |
| 3 | প্রত্যেক থানায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন | কার্যক্রম চলমান |
| 4 | ৯৯৯ সেবার মাধ্যমে নারীদের যে কোন অভিযোগের দ্রুত সাড়া দানের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান | ৯৯৯ এর মাধ্যমে প্রাপ্য নারীদের যে কোন অভিযোগের দ্রুত সাড়া দানের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে |
| 5 | প্রত্যেকটি হাসপাতালে ওসিসি এর মাধ্যমে নির্যাতিত, ধর্ষনের শিকার নারী ও শিশু ভিকটিমদের চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা | প্রত্যেকটি হাসপাতালে ওসিসি এর মাধ্যমে নির্যাতিতা, ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশু ভিকটিমদের চিকিৎসা সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে |
| 6 | সমগ্র দেশে স্থাপিত ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভিকটিমদের কাউন্সেলিংসহ আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা | ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভিকটিমদের কাউন্সিলিংসহ আইনগত সহায়তা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে |
| 7 | UNFPA এর পরিচালনায় Protection and Enforcement of Women Rights (PEWR) প্রকল্পের অধীন দেশের মোট ৪৪টি থানার মধ্যে ১৫টি থানায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে Women Help Desk গঠন করা হয়েছে এবং বাকী থানাসমূহে অনুরুপ ডেস্ক গঠন করা। এ সকল ডেস্কের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ভিকটিমদের কাউন্সেলিংসহ আইনগত সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা | ১৫টি থানায় Women Help Desk গঠন করা হয়েছে। বাকি ২৯টি থানায় ডেস্ক স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে |

**6.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:** জননিরাপত্তা বিভাগে নারী কর্মজীবিদের জন্য আলাদা ওয়াশরুম এবং আলাদা প্রার্থনা কক্ষের এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সচিবালয়ে কর্মরত নারীদের আলাদা ফুড কোর্ট এর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নারীদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্য বিভিন্ন জেলা শহরে স্থাপিত ৮টি ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে গত ৩ বছরে ২৫৬১ জন নারীকে প্রত্যক্ষ সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৮৮ জন নারীকে আইনি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ৯১৮ জন নারীকে পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বিভিন্ন সময়ে সমর্থ নারীদের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে। নারী ও ভিন্নভাবে সমর্থদের জন্য বাহিনীর ভিতরে নিরাপদ চাকুরির বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং বিদেশে চাকুরির সুযোগ এলে সমান সুযোগ প্রদানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতেও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। নারী আনসার সদস্যদের জন্য পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নারী সদস্যদের আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৯,৯৫৫ জন নারী সদস্যকে সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ, ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ, আনসার মৌলিক প্রশিক্ষণ, বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড দলনেত্রী মৌলিক প্রশিক্ষণ ও টিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমনের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগ ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ‘‘চাইল্ড প্রটেকশন এন্ড মনিটরিং’’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পাচার ভিকটিম বিশেষতঃ নারী ও শিশু ভিকটিম ও ঝুকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাদের উদ্ধার কার্যক্রম থেকে পুনর্বাসন পর্যন্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। গত তিন অর্থবছরে এই প্রকল্পের আওতায় নারী ও শিশু পাচার তথা মানব পাচার প্রতিরোধে প্রায় ১.০০ কোটি টাকা বাজেট প্রদান করা হয়েছে।

**7.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ:** মূলত: বিভাগটি জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য দেশের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান গুরুত্ব পাচ্ছে। এ কারণে উন্নয়নমূলক কার্যাবলী গ্রহণের সময় অগ্রাধিকার হিসেবে নারী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পৃথকভাবে বৃহৎ আকারে নেয়া হচ্ছে না। তবে বিশেষ বিবেচনায় আলাদাভাবে বিভিন্ন কার্যাবলী নেয়া হচ্ছে।

**৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ:** বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা ও অভ্যন্তরে নারীদের জীবন নিরাপদ রেখে দেশের উন্নয়নে নারী ও পুরুষদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলেই বাংলাদেশ ২০৪১ সালে উন্নত দেশের কাতারে উপনীত হতে সক্ষম হবে। এ অভিষ্ট লক্ষ্য জননিরাপত্তা বিভাগ প্রাণে ধারণ করে নিম্নলিখিত ভবিষ্যত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দেশে নারীর সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ সুগম করে দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তন দৃশ্যমান করতে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছে:

* জননিরাপত্তা বিভাগের অধিনস্থ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোতে নারী কর্মকর্তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;
* নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল দপ্তরের সকল ফ্লোরে (যদি থাকে) মহিলাদের জন্য পৃথক মানসম্মত ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করা;
* গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সচিবালয়ের অভ্যন্তরে নারীদের দ্বারা পরিচালিত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য মানসম্মত ফুডকোর্ট এর ব্যবস্থা করা;
* UNFPA এর পরিচালনায় Protection and Enforcement of Women Rights (PEWR) প্রকল্পের অধীন দেশের মোট আরো ২৯টি থানায় Women Help Desk গঠন করা;
* পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং সকল মেট্রোপলিটন সদরে Women Support Centre স্থাপন করে ভিকটিমদের কাউন্সেলিংসহ আইনগত সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম আরো জোরদার করা।